সংবাদ

075

তারিখ ... ৬.১১.৮৫ ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৫ ...

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

টাইম স্কেল এবং প্রাসঙ্গিক কয়েকটি কথা

বিগত ২০-১০-৮৪ ইং তারিখে ঘোষিত টাইম স্কেল ৬২৫ টাকার বেতন স্কেলভুক্ত সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দকে নির্দয়ভাবে অবমূল্যায়িত করায় এবং নূতন জাতীয় বেতন স্কেলের সুচিন্তিত ও সুবিন্যস্ত স্তরের মধ্যে নজিরবিহীন বৈষম্য সৃষ্টির জন্য উক্ত বেতন স্কেলভুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ গভীরভাবে মর্মাহত, হতাশাগ্রস্ত এবং ক্ষুব্ধ। ঘোষিত টাইম স্কেলের মাধ্যমে সহকারী শিক্ষক-শিক্ষিকাকে অবমূল্যায়িতকরণ, নজিরবিহীন বৈষম্য সৃষ্টিকরণ এবং তাঁহাদের ভোগান্তির জন্য কৌশলগত প্রক্রিয়া সংযুক্তকরণের খতিয়ান নিম্নে দেওয়া হইল :

(১) ৪৭০ টাকার বেতন স্কেলভুক্ত সরকারী কর্মচারীবৃন্দকে ৮, ১২ ও ১৫ বৎসরের জন্য ৩টি টাইম স্কেল প্রদান করায় তাহারা ৯০১ টাকার বেতন স্কেলে উন্নীত হইয়াছেন। অথচ একই প্রতিষ্ঠানের ৬২৫ টাকার বেতন স্কেলভুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাকে ২ ও ৪ বৎসরের জন্য দুইটি স্কেল প্রদান করায় তাহাদের চাকরির বয়স যতই হউক না কেন, কেহই ৯০০ টাকার বেতন স্কেলের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারিবেন না। ইহাতে তাহাদিগকে অবমূল্যায়িত করিয়া কৌশলে পরোক্ষভাবে ৪৭০ টাকার বেতন স্কেলভুক্ত কর্মচারীদের পর্যায়ে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

(২) একই দেশের একই প্রতিষ্ঠানের এবং একই জাতীয় বেতন স্কেলভুক্ত ৪৭০ টাকা পর্যন্ত বেতন স্কেলের এবং ৭৫০ হইতে উপরের দিকের বেতন স্কেলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরকে ৮, ১২ এবং ১৫ বৎসরের জন্য ৩টি পর্যন্ত বেতন স্কেল প্রদান করা হইয়াছে। মধ্যখানের একমাত্র ৬২৫ টাকার বেতন স্কেলভুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দকেই ২ এবং ৪ বৎসরের জন্য ২টি স্কেল প্রদান করিয়া সৎমাতৃসুলভ আচরণের মাধ্যমে দলছাড়া, গোত্রছাড়া বানাইয়া অপাংক্তেয় করা হইয়াছে।

(৩) সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও সরকারী কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ জাতীয় বেতন স্কেলে ৬২৫, ৭৫০ ইত্যাদি বেতন স্কেলে যোগ্যতা এবং পদমর্যাদায় সুবিন্যস্ত। কিন্তু বর্তমান আদেশে ৭৫০ টাকার বেতন স্কেলভুক্ত প্রভাষক এবং সহকারী প্রধান শিক্ষককে ৮ বৎসরের চাকরির জন্য ১৪০০ টাকার বেতন স্কেল প্রদান করা হয়। অপর দিকে ৬২৫ টাকার বেতন স্কেলভুক্ত সহকারী শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকরির বয়স ৮।১২।১৫।২০।২৫ ইত্যাদি যতই হউক না কেন তিনি নয় শ' টাকার বেতন স্কেলের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারিবেন না। ফলে জাতীয় বেতন স্কেলের নির্ধারিত ১২৫ টাকার পার্থক্য ৫০০ টাকার পার্থক্যে গিয়া ৪ গুণ হইতেছে। তাছাড়া ৬২৫ টাকার বেতন স্কেল ভুক্তদের টাইম-স্কেল কার্যকরী হইতেছে ১৮।১০।৮৪ ইং হইতে এবং অন্যদের (৭৫০ টাকা হইতে ঊর্ধ্বের স্কেলভুক্তদের) হইতেছে ১।১০।৮১ ইং (অর্থাৎ ৩ বৎসর ১৬ দিন আগ হইতে)।

(৪) ৪৭০ টাকা পর্যন্ত বেতন স্কেলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের টাইম-স্কেল প্রাপ্তির শর্ত "সন্তোষজনক চাকরির রেকর্ড" এবং ৭৫০ এবং তাহার ঊর্ধ্বের বেতন স্কেলভুক্তদের বেলায় 'বিনা শর্ত'। অথচ একমাত্র ৬২৫ টাকার বেতন স্কেল ভুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য বলা হইয়াছে 'পদোন্নতির যোগ্যতা'। এই শর্তটিতেও দুর্ভোগ পোহাইবার একটি কৌশলগত প্রক্রিয়া সংযুক্ত।

(৫) সরকারী কলেজ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শ্রেণী কক্ষ রাখিয়াই প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপক পদে পদোন্নতিদানের ব্যবস্থা আছে। অপর দিকে ৬২৫ টাকার নীচের বেতন স্কেলভুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ২৫% ভাগকে সিলেকশন গ্রেড প্রদান করা হয়। যোগ্যতা সম্পন্নদের ১০০% ভাগকে সহকারী শিক্ষক-শিক্ষিকা পদে পদোন্নতি দেওয়া হইতেছে। ১১৫০ টাকার বেতন স্কেলভুক্ত প্রধান শিক্ষকদের জন্যও সিলেকশন গ্রেড রহিয়াছে। একমাত্র ৬২৫ টাকার বেতন স্কেলভুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরই পদোন্নতির সুযোগ সীমিত। এই কারণে ২০/২২ বৎসরেরও বেশী চাকরির জ্যেষ্ঠতা নিয়া এখনও অনেক সুযোগ্য সহকারী শিক্ষক-শিক্ষিকা একই পদে কাজ করিতেছেন। পদোন্নতির এত সীমিত ব্যবস্থা আর কোন পদের সরকারী কর্মচারীর নাই। এমতাবস্থায় সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাণকেন্দ্র, পেশাগত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং টাইম স্কেলের ন্যায্য দাবীদার সহকারী শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দের প্রতি চরমতম আঘাত হানা দুঃখজনক। এইরূপ নজিরবিহীন অবিচারের ফলও শুভ হইতে পারে না। উল্লেখিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ন্যায় বিচারের স্বার্থে ৬২৫ টাকার বেতন স্কেলভুক্ত সহকারী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ৭৫০ টাকা ও তাহার ঊর্ধ্বের বেতন স্কেলভুক্ত শিক্ষক শিক্ষিকাদের অনুরূপ টাইম স্কেল প্রদানের জন্য সদাশয় সরকারের নিকট আকুল আবেদন জানান যাইতেছে। সাথে সাথে শিক্ষক সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকেও এতদসংক্রান্ত ব্যাপারে আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

ভুক্তভোগী সরকারী
শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ।